98409 - কাফনরে সর্বনম্নি পরমিাণ

প্রশ্ন

পুরুষ ও নারীর জন্য সর্বনম্নি কী পরমিাণ কাফন যথষ্টে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

প্রশ্ন নং (98308) এবং (98189)-এর উত্তরে পূর্বে আলোচতি হয়ছে যে, মৃত ব্যক্তকিে কাফন দওেয়ার ক্ষত্রেে সর্বোত্তম হলো: পুরুষরে জন্য তনিটি কাপড় এবং মহলিার জন্য পাঁচটি কাপড়।

দুই:

মৃত ব্যক্তকিে কাফন দওেয়ার ন্যূনতম যে পরমিাণ দয়িে ফরয আদায় হয় তা হলো এমন একটি কাপড় যা পুরো শরীর ঢকেে নয়ে। এটি ইমাম আবু হানফিা ও ইমাম আহমাদরে মাযহাব এবং মালকেীদরে দুই মতরে মাঝে একটি মত।

[দখেুন: 'হাশয়িাতু ইবনে আবদেীন' (৩/৯৮), 'আল-মুগনী' (৩/৩৮৬), 'মাওয়াহবিুল জালীল' (২/২৬৬)]।

এই মতরে পক্ষে তারা দলীল দয়িছেনে বুখারী (৪০৪৭) ও মুসলমিে (৯৪০) বর্ণতি হাদীস থকেে: খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: উহুদরে দনি যখন মুসআব ইবনে উমায়র শহীদ হলনে, তখন তনিি কবেল একটি ডোরাকাটা চাদর রখেে গয়িছেলিনে। যখন আমরা তা দয়িে তার মাথা ঢাকতাম, তখন তার পা বরে হয়ে যতে; আর যখন পা ঢাকতাম, তখন মাথা বরেয়িে পড়ত। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরে বললনে: "তার মাথা ঢকেে দাও এবং পায়রে উপর 'ইযখরি' ঘাস রখেে দাও।"

যাইলাঈ বলনে: 'এটি প্রমাণ করে যে কবেল লজ্জাস্থান ঢাকাই যথষ্টে নয়।'[হাশয়িাতু ইবনে আবদেীন (৩/৯৮) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "যদি মৃত ব্যক্তকিে একটি মাত্র কাপড়ে কাফন দওেয়া হয় যা পুরো শরীর ঢকেে নয়ে, তবে তা জায়যে হবে; চাই সে পুরুষ হোক বা মহলিা। এ বষিয়ে ব্যাপক অবকাশ রয়ছে।"['মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায' (১৩/১২৭)]

শাইক বাসসাম ‘তাওদ্বীহুল আহকাম’ (২/৩৯)-এ বলনে:

‘মৃত ব্যক্তি ছোট হোক বা বড, পুরুষ হোক বা নারী, তার জন্য আবশ্যক হলো এমন একটি কাপড় যা তার সমগ্র দহে ঢকেে নয়ে।’[সমাপ্ত]

ইমাম শাফঈের মাযহাব অনুযায়ী: কাফনরে ন্যূনতম পরমিাণ হলো যা লজ্জাস্থান ঢাকে; আর মহলিার জন্য এমন কাপড় যা চহোরা ও দুই হাতরে তালু ছাড়া সমগ্র দহে ঢাকে। মালকেীদরে দ্বতিীয় মতও এটি।

[দখেুন: ‘আল-মাজমূ’ (৫/১৬২), ‘মাওয়াহবিুল জালীল’ (২/২৬৬)]

তারাও মুসআবরে হাদীস থকেইে দললি নয়িছেনে।

ইমাম নববী বলনে: “যদি সমগ্র দহে ঢাকা ওয়াজবি হতো, তাহলে তার পরত্যিক্ত সম্পদ থকেে কাফন কনিত (তা অস্ত্র বা অন্য কছিু হলওে)। আর যদি তার সম্পদ না থাকত, তাহলে বায়তুল-মাল থকেে কাফনরে ব্যবস্থা করা ওয়াজবি হতো; আর তাও না থাকলে মুসলমানদরে উপর আবশ্যক হতো।”[‘আল-মাজমূ’ (৫/১৫০-১৫১)]

এর জবাবে বলা হয: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা উহুদরে শহীদদরে কাফন দওেয়ার মতো কছিুই পাননি, এমনকি দুজন দুজন করে একটি কাপড়ে কাফন দতিনে। যমেন বুখারী (১৩৪৩) বর্ণতি হাদসিে জাবরি ইবনে আবদুল্লাহ রাদযিাল্লাহু আনহুমা বলনে:

‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদরে শহীদদরে মধ্য থকেে দু’জনকে একটি কাপড়ে একত্রে কাফন দতিনে, তারপর জজ্ঞিসে করতনে: ‘এদরে মধ্যে কে কুরআন বশেি পড়ছে?’ যখন একজনরে দকিে ইশারা করা হতো, তখন তাকে কবরে আগে রাখতনে।’

কাজইে তারা কাফন কনিবনে কোথা থকেে, যখন উহুদরে শহীদদরে কাফন দওেয়ার মতোও কছিু পাচ্ছলিনে না?!

কাফন যদি সংকুলান না হয় এবং মৃতকে ঢাকার মতো কছিু না পাওয়া যায, তাহলে তার মাথা ও যতটুকু শরীর ঢাকা যায় ততটুকু ঢকেে দওেয়া হবে। আর যে অংশ খোলা থাকবে তার উপর ইযখরি ঘাস বা অনুরূপ কছিু উদ্ভদি রখেে দওেয়া হবে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসআব ইবনে উমাইররে ঘটনায় বলছেনে: ‘তার মাথা ঢকেে দাও এবং পায়রে উপর ইযখরি (ঘাস) রখেে দাও। [বুখারী ও মুসলমি]

শাইখ ইবনে উছাইমীন ‘আশ-শারহুল মুমতি’ (৫/২২৫)-এ বলনে:

“এটি ওয়াজবি হওয়ার দললি (অর্থাৎ কাফন দয়িে মৃতরে সমগ্র দহে ঢাকা): যে সাহাবীদরে কাফন পর্যাপ্ত ছলি না, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মাথার দিক থেকে কাফন রাখতে এবং পায়ের উপর 'ইযখির' (যা একটি পরিচিত উদ্ভিদ) রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যদি কিছু না পাওয়া যায়, যেমন কেউ নিজের কাপড়সহ আগুনে পুড়ে যায় এবং কাফন দেওয়ার জন্য কোনো কাপড় না থাকে, তাহলে তাকে ঘাস বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ঢেকে তার উপর বেঁধে দেওয়া হবে। আর যদি একেবারেই কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই দাফন করা হবে। কেননা (এ অবস্থায়) আল্লাহ তাআলার এই সাধারণ বক্তব্য প্রযোজ্য:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم

"তোমরা সাধ্যমতো আল্লাহকে ভয় করো।"[সূরা আত-তাগাবুন: ১৬][সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।